প্রথম আলো

তারিখ ... 21-NOV 2013 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... ৮

প্রধান শিক্ষক হওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব

প্রধান শিক্ষকের কক্ষে ১০ দিন ধরে তালা

গাজীপুর প্রতিনিধি ●

গাজীপুর সদর উপজেলার কোনাবাড়ী এম এ কুদ্দুছ উচ্চবিদ্যালয়ে ১০ দিন ধরে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে তালা ঝুলছে। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিতে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জোর করে ওই তালা ঝুলিয়ে দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণসহ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

এলাকাবাসী ও শিক্ষকেরা জানান, এম এ কুদ্দুছ উচ্চবিদ্যালয়ে প্রায় তিন বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন সহকারী শিক্ষক নুরুল ইসলাম। নিয়মানুযায়ী সহকারী প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলমের ওই দায়িত্ব পাওয়ার কথা। এ নিয়ে ওই দুই শিক্ষকের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। ১১ নভেম্বর দুপুর সোয়া ১২টার দিকে সহকারী প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম ১৫-২০ জন লোক নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। তাঁরা নুরুল ইসলামের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের একটি সাদা প্যাডে জোর করে সই নেন। পরে তাঁরা প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের কার্যালয়ের কক্ষে নতুন তালা ঝুলিয়ে চলে যান।

নুরুল ইসলাম জানান, জাহাঙ্গীর লোকজন নিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে সাদা প্যাডে সই নেন। পরে ওই প্যাডে লেখা হয়, তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন এবং জাহাঙ্গীর আলমকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিয়েছেন। এ ঘটনায় তিনি জাহাঙ্গীরসহ চারজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ১৫-২০ জনের বিরুদ্ধে জয়দেবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'কক্ষে নতুন তালা লাগানো হয়েছে। নুরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। জোর করে সাদা প্যাডে সই নেওয়ার অভিযোগ সত্য নয়।'

তবে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহাম্মেদ জানান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ কান্ত বর্মণকে সাময়িক বরখাস্তের পর প্রথমে জাহাঙ্গীর আলমকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি তা পালনে লিখিতভাবে অপরাগতা প্রকাশ করেন। পরে ব্যবস্থাপনা কমিটি সহকারী শিক্ষক নুরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়। সম্প্রতি জাহাঙ্গীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পেতে চান। তা না দেওয়ায় তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রেবেকা সুলতানা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই বিদ্যালয়ের বৈধ কোনো কমিটি নেই। বিষয়টি নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। নিরসনের চেষ্টা চলছে।